গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০।
www.bjsc.gov.bd

নং-১০.০৩.০০০০.০০৩.৩১.০০২.১৮-১৫ তারিখ ঃ ১২/০৩/২০১৮ খ্রিঃ

বিজ্ঞপ্তি

১২শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৮

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ **সহকারী জজ** পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অনুসারে অনলাইনে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ

১। **পদ সংখ্যা ঃ**
৫০ (পঞ্চাশ) টি।
(বিধি অনুযায়ী পদ সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে)

২। **বেতন স্কেল ঃ**
টাকা ৩০৯৩৫-৩২৪৯০-৩৪১২০-৩৫৮৩০-৩৭৬৩০-৩৯৫২০-৪১৫০০-৪৩৫৮০-৪৫৭৬০-৪৮০৫০-৫০৪৬০-৫২৯৯০-৫৫৬৪০-৫৮৪৩০-৬১৩৬০-৬৪৪৩০ তৎসহ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতন স্কেল, ২০১৬-এ বর্ণিত ও সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধাদি।

৩। **অনলাইনে আবেদনপত্র (BJSC Form I) পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় :**
ক. আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় : ০৫/০৪/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পূর্বাহ্ণ-১০.০০ ঘটিকা।
খ. আবেদনপত্র ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় : ২৫/০৪/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ অপরাহ্ণ-৫.০০ ঘটিকা ।
নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

বি. দ্র. : শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আবেদনপত্র ও পরীক্ষার ফি জমাদান চূড়ান্ত করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৪। **প্রার্থীর বয়স ঃ**
০১ মার্চ, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনধিক ৩২ (বত্রিশ) বছর।
(মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষার মূল সনদপত্র অনুযায়ী বয়স নির্ধারিত হবে।)
প্রার্থীর বয়স বেশী হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫। **প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ**

(ক) **ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির এলএল.এম. ডিগ্রী। উক্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থীও উপ-অনুচ্ছেদ (ঘ) তে উল্লিখিত শর্তে আবেদন করতে পারবেন।

(খ) **সিজিপিএ মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** কোন প্রার্থীর ফলাফল উক্তরূপ শ্রেণির পরিবর্তে সিজিপিএ আকারে প্রকাশিত থাকলে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সনদে উল্লিখিত স্কেল (যেমন-৪ বা ৫) কে প্রচলিত নম্বর পদ্ধতিতে ৮০% এর সমান ধরা হবে। তদানুসারে প্রার্থীর ফলাফলকে প্রথম শ্রেণি (৬০% বা তদূর্ধ্ব), দ্বিতীয় শ্রেণি (৪৫% বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬০% এর কম), তৃতীয় শ্রেণি (৩৩% বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৫% এর কম) হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। এতদ্উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসরণ করা হবে ঃ

$$\frac{৮০}{\text{বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত সিজিপিএ স্কেল (যেমন-৪ বা ৫)}} \times \text{অর্জিত সিজিপিএ} = \text{অর্জিত শতকরা নম্বর}$$

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ কমিশনের Web-Site এ প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

* কোনো ক্ষেত্রে উক্ত পুস্তিকার নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ সম্ভব না হলে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(গ) **বিদেশি ডিগ্রী ঃ** বিদেশ হতে অর্জিত আইন বিষয়ে কোনো ডিগ্রীকে সহকারী জজ পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার (দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির এলএল.এম. ডিগ্রী) সমমান (Equivalent) বলে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক ঘোষিত হতে হবে।

(ঘ) **পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থী ঃ** আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতক (সম্মান) অথবা এলএল.এম. ডিগ্রী পরীক্ষায় অবতীর্ণ কোনো প্রার্থী আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন। তবে উক্ত পরীক্ষা আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখে বা তৎপূর্বে শেষ হতে হবে।

৬। **প্রার্থীর শারীরিক যোগ্যতা ঃ**

সহকারী জজ পদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে। উক্ত দায়িত্ব পালনে বাধা হয় এরূপ দৈহিক বৈকল্য আছে কি-না তা যাচাই এবং প্রত্যয়নের নিমিত্ত প্রার্থীকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা মনোনীত মেডিকেল অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। শারীরিক যোগ্যতাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ২০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

পৃষ্ঠা ৩ এর ১

৭। **প্রার্থীর জাতীয়তা ঃ**

প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা অথবা বাংলাদেশের Domiciled হতে হবে। কিন্তু প্রার্থী যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন, তাহলে তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৮। **অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র ঃ**

সরকারি অফিস বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারি সংস্থায় চাকুরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের/যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিল-স্বাক্ষরযুক্তে অনাপত্তিপত্র ও চাকুরি হতে অপসারিত (Remove) হয়েছেন অথবা চাকুরি হতে ইস্তফা দিয়েছেন এমন প্রার্থীদের চাকুরি হতে অপসারণের আদেশ বা ইস্তফাপত্র নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার আদেশ সংগ্রহ করতে হবে।

৯। **কোটা সংরক্ষণ ঃ**

কমিশনের বিধি অনুসারে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, উপজাতি, মহিলা ও জেলা কোটা সংরক্ষিত থাকবে।

১০। **পরীক্ষার ধরন, তারিখ ও পাস নম্বর ঃ**

(ক) **প্রাথমিক পরীক্ষা-**

সঠিকভাবে আবেদনকারী সকল প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের MCQ (Multiple Choice Question) পদ্ধতিতে প্রাথমিক পরীক্ষায় (Preliminary Examination) অবতীর্ণ হতে হবে। উক্ত পরীক্ষায় মোট ১০০ টি MCQ থাকবে। প্রতিটি MCQ এর মান হবে ১ (এক) নম্বর। তবে প্রতিটি MCQ এর ভুল উত্তরের জন্যে ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। কোটার সুবিধাভোগী প্রার্থীসহ সব প্রার্থীকেই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রাক যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০। প্রাথমিক পরীক্ষায় সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং আইন বিষয়সমূহের উপর প্রশ্ন করা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কোনো প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে না। এ পরীক্ষা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ১৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

(খ) **লিখিত পরীক্ষা-**

১২শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৮ এ ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল পরীক্ষার্থী প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন শুধু তারাই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। গড়ে ৫০% নম্বর পেলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। কোনো পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ে ৩০ নম্বরের কম পেলে তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলে গণ্য হবেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ১৪—১৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

(গ) **মৌখিক পরীক্ষা-**

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদেরকে ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার পাস নম্বর ৫০। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার ১৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

(ঘ) প্রাথমিক, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি কমিশনের ওয়েবসাইটসহ বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হবে।

বি. দ্র. : শুধু লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীগণ মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ পাবেন। বিজেএস পরীক্ষা একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিধায় ন্যূনতম পাস নম্বর প্রাপ্তি কমিশন কর্তৃক মনোনয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

১১। **১২শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৮ এর আবেদনপত্র ঃ**

প্রার্থীকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ওয়েব সাইট www.bjsc.gov.bd এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র BJSC Form I পূরণ করে Online Registration কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত ওয়েব সাইটে ১২শ বিজেএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি ও অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের বিস্তারিত নির্দেশনাবলি পাওয়া যাবে।

বি. দ্র. : অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের পূর্বে ১২শ বিজেএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলি সম্বলিত User Guide ভালভাবে পড়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাশে রেখে আবেদনপত্র পূরণের জন্য বিশেষভাবে বলা হলো। ১২শ বিজেএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলি সম্বলিত User Guide ও BJSC Form I এর নমুনা কপি কমিশনের ওয়েব সাইটে ৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ হতে E-Application বাটনে ক্লিক করলে পাওয়া যাবে।

১২। পরীক্ষার ফি প্রদান ঃ

সফলভাবে আবেদনটি জমা হওয়ার পর টেলিটক ব্যবহার করে নিবন্ধন ফি ১২০০/- টাকা জমা দিতে পারবেন। পেমেন্ট করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন ঃ

<u>প্রথম মেসেজ</u>

আবেদনকারী ঃ আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন BJSC স্পেস User ID (Example : BJSC 220293) পাঠিয়ে দিন 16222 নম্বরে

টেলিটক ঃ টেলিটক মেসেজের মাধ্যমে আপনাকে নাম, পদবী ও ৮ সংখ্যার পিন জানাবে।

দ্বিতীয় মেসেজ

আবেদনকারী ঃ আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন BJSC স্পেস YES স্পেস ৮ সংখ্যার পিন (Example : BJSC YES 52364847) পাঠিয়ে দিন 16222 নম্বরে

টেলিটক ঃ লেনদেনটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে মেসেজটি আপনার যোগাযোগের মোবাইল নম্বর ও টেলিটক নম্বরে জানাবে।

বি. দ্র. : পরীক্ষার ফি জমাদানের সর্বশেষ সময় ও তারিখঃ অপরাহ্ণ ৫.০০ ঘটিকা; ২৫/০৪/২০১৮ খ্রিঃ।

১৩। **প্রবেশপত্র ঃ**

আবেদনকারী **User ID** ব্যবহার করে ২৯/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পূর্বাহ্ণ ১০.০০ ঘটিকা হতে কমিশনের ওয়েব সাইট www.bjsc.gov.bd থেকে **প্রবেশপত্রের প্রিন্ট** নিতে পারবেন।।

১৪। **ডিক্লারেশন ও আবেদনপত্র বাতিল প্রসঙ্গ ঃ**

প্রার্থীকে অনলাইন আবেদনপত্রের (BJSC Form I) ডিক্লারেশন অংশে এ মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। প্রদত্ত তথ্য অসত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা কোন অযোগ্যতা ধরা পড়লে বা কোন প্রতারণা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে এমনকি নিয়োগের পরে যে কোন পর্যায়ে প্রার্থিতা বাতিল এবং কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য যে কোন নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করার অযোগ্য ঘোষণাসহ তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৫। **পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ ঃ**

এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোন বিষয়, তথ্য বা শর্ত কমিশন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এ ধরনের পরিবর্তন হলে বিষয়টি কমিশনের ওয়েব সাইট ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রচার করা হবে।

১৬। **বিশেষ নির্দেশনা ঃ**

১২শ বিজেএস পরীক্ষার প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমাদানের **শেষ তারিখ ২৫/০৪/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ অপরাহ্ণ ৫:০০ ঘটিকা** পর্যন্ত নির্ধারণ করা আছে। আবেদনপত্রসমূহ প্রাপ্তির পর কমিশন সচিবালয়ে ঐগুলো নিরীক্ষা করা হবে। কোন আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে বা সঠিক পাওয়া না গেলে তা বাতিল হতে পারে। **আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে যথাশীঘ্র আবেদনপত্র দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।**

১৭। ১২শ বিজেএস পরীক্ষা সংক্রান্ত এ বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের www.bjsc.gov.bd ওয়েব সাইট-এ দেখা যাবে।

(শেখ আশফাকুর রহমান)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক